বাংলাদেশ ব্রীজ ফেডারেশন
গঠনতন্ত্র

শিরোনাম:

অনুচ্ছেদ-১: সংস্থাটির নাম বাংলাদেশ ব্রীজ ফেডারেশন।

অধিক্ষেত্র:

অনুচ্ছেদ- ২.১: বাংলাদেশ ব্রীজ ফেডারেশন (অতঃপর ফেডারেশন নামে অভিহিত) ব্রীজ খেলার প্রসার ও উন্নয়নের জন্য জাতীয় পর্যায়ে একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে সমগ্র বাংলাদেশ ইহার অধিক্ষেত্র হইবে।

অনুচ্ছেদ-২.২: অত্র ফেডারেশনের সদর দপ্তর রাজধানী ঢাকাতে অবস্থিত হবে। তবে প্রয়োজনে ঢাকার বাইরে আঞ্চলিক বা শাখা অফিস খোলা যাবে।

সংজ্ঞা

অনুচ্ছেদ:

৩.১: এই গঠনতন্ত্রে সর্বত্র 'ফেডারেশন' বলতে বাংলাদেশ ব্রীজ ফেডারেশন বুঝাবে।
৩.২: "গঠনতন্ত্র" বলতে বাংলাদেশ ব্রীজ ফেডারেশনের গঠনতন্ত্র বুঝাবে।
৩.৩: "অনুমোদিত ক্লাব" বলতে ফেডারেশনের অনুমোদিত সদস্য ক্লাবকে বুঝাবে।
৩.৪: "জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ" বলতে ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন খেলাধুলার তত্ত্বাবধায়ক সংস্থাকে বুঝাবে।
৩.৫: "বিভাগ" "জেলা" ও "উপজেলা" প্রভৃতি দ্বারা প্রশাসনিক বিভাগ, জেলা ও উপজেলাকে বুঝাবে।
৩.৬: "অঞ্চল" বলতে ফেডারেশন কর্তৃক নির্ধারিত এলাকাকে বুঝাবে।
৩.৭: "সদস্য" বলতে ফেডারেশন কর্তৃক অনুমোদিত স্বীকৃত সদস্যকে বুঝাবে।
৩.৮: "সাধারণ পরিষদ" বলতে ফেডারেশনের গঠনতন্ত্রে বর্ণিত এ নামের পরিষদকে বুঝাবে।
৩.৯: "কার্য নির্বাহী কমিটি" বলতে ফেডারেশনের গঠনতন্ত্রে বর্ণিত নির্বাহী কমিটিকে বুঝাবে।
৩.১০: "বিধি-উপবিধি" বলতে ফেডারেশন কর্তৃক প্রণীত ও অনুমোদিত আইন কানুনকে বুঝাবে।
৩.১১: "ডব্লিউ বি এফ" বলতে ওয়ার্ল্ড ব্রীজ ফেডারেশনকে বুঝাবে।

মনোগ্রাম ও পতাকা

অনুচ্ছেদ-৪: ফেডারেশনের একটি নিজস্ব পতাকা ও মনোগ্রাম থাকবে যা সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

লক্ষ্য ও কার্যপরিধি

অনুচ্ছেদ:

৫.১: সমগ্র বাংলাদেশে ব্রীজ খেলার যাবতীয় কর্মকান্ড, পরিকল্পনা প্রসার, উন্নয়ন, নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় করণ।
৫.২: সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক/আঞ্চলিক সংস্থা হতে স্বীকৃতি/অনুমোদন গ্রহণ।
৫.৩: বিভাগীয়/জেলা ক্রীড়া সংস্থা ও অন্যান্য সংস্থার ব্রীজ সংক্রান্ত কার্যক্রম অনুমোদন।
৫.৪: ব্রীজ প্রশিক্ষণের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
৫.৫: বাংলাদেশে ব্রীজের মান উন্নয়নের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানের সক্ষমতা অর্জনে প্রচেষ্টা গ্রহণ।
৫.৬: জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিযোগিতা, প্রদর্শনী ইত্যাদি কার্যক্রমের ব্যবস্থা গ্রহণ।
৫.৭: বিশ্ব ব্রীজ চ্যাম্পিয়নশীপ সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক ব্রীজ প্রতিযোগীতায় বাংলাদেশ থেকে টিম প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ।
৫.৮: দুঃস্থ ব্রীজ খেলোয়াড়দের কল্যাণে তহবিল গঠন ও সুবিধাদি প্রদান।
৫.৯: অধিভুক্ত ক্রীড়া সংগঠন/সংস্থাসমূহকে মঞ্জুরী ও সুবিধাদি প্রদান।
৫.১০: ব্রীজ খেলা জনপ্রিয়করণের লক্ষ্যে এতদবিষয়ে পুস্তক, পুস্তিকা, স্মরণিকা ও বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ।
৫.১১: ব্রীজের উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আধুনিক কম্পিউটার ও অন্যান্য প্রযুক্তি গ্রহণের ব্যবস্থাকরণ।
৫.১২: জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্রীজ খেলার উপর সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ, আলোচনা সভা ইত্যাদির আয়োজন ও

নিশ্চিতকরণ।

৫.১৪: বিভিন্ন কমিটি ও উপ-কমিটি গঠন এবং উহাদের কার্যপরিধি সুনির্দিষ্ট করণ।

৫.১৫: আন্তর্জাতিক/আঞ্চলিক সংস্থা এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের এতদসংক্রান্ত নির্দেশাবলী প্রতিপালন।

৫.১৬: নিজস্ব বিশেষ কর্মসূচীর মাধ্যমে সম্ভাবনাময় খেলোয়াড় অন্বেষণ, ব্রীজ খেলায় উদ্বুদ্ধকরণ এবং প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৫.১৭: স্বল্পমূল্যে ব্রীজ সামগ্রী/সরঞ্জাম বিভিন্ন সংগঠনকে সরবরাহ করণ।

৫.১৮: ব্রীজ খেলার সর্বশেষ আন্তর্জাতিক আইনকানুন প্রচার, প্রকাশ ও অনুসরণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৫.১৯: অধিভুক্ত ক্লাব ও খেলোয়াড়দের জন্য জাতীয় পর্যায়ের রেটিং প্রবর্তন।

৫.২০: ব্রীজ সংগঠন ও ব্রীজ খেলার উন্নয়নে বিশেষ অবদানের জন্য ব্রীজ ব্যক্তিত্বদের সম্মানিতকরণ।

৫.২১: উপরে বর্ণিত উদ্দেশ্যাবলী অর্জনে সহায়ক হতে পারে এরূপ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ।

৫.২২: নিয়মিত টুর্নামেন্ট ও ব্রীজ প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্য ফেডারেশনভুক্ত ক্লাবগুলোকে উদ্বুদ্ধকরণ।

সদস্যপদ

৬.১ ফেডারেশনের সদস্যপদ নিম্নে বর্নিত দুই ক্যাটাগরির হবেঃ

৬.১(ক) অধিভুক্ত ক্রীড়া সংস্থাসমূহ ৬.১(খ) নিবন্ধকৃত/অনুমোদিত ক্লাবসমূহঃ

৬.২ অধিভুক্ত সংস্থাসমূহ নিম্নরূপঃ

৬.২(ক) সেনাবাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ সংস্থা।
৬.২(খ) নৌবাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ সংস্থা।
৬.২(গ) বিমানবাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ সংস্থা।
৬.২(ঘ) পুলিশ বাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ সংস্থা।
৬.২(ঙ) আনসার বাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ সংস্থা।
৬.২(চ) রেলওয়ে ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ সংস্থা।
৬.২(ছ) বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ সংস্থা।
৬.২(জ) বিভাগীয় ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ সংস্থা।
৬.২(ঝ) জেলা ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ সংস্থা।
৬.২(ঞ) বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ সংস্থা।

৬.৩ ব্রীজ ফেডারেশন অনুমোদিত যে কোন ব্রীজ প্লেয়িং ক্লাব।

৬.৪ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে অনুমোদিত ক্রীড়া সংস্থা।

চাঁদার হার

৬.৫ ক্রীড়া সংস্থাসমূহ/ক্লাব সমূহের জন্য বাৎসরিক চাঁদা ৫০০/- টাকা।

সাধারণ পরিষদ

৭.১ বাংলাদেশ ব্রীজ ফেডারেশন সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ হিসেবে একটি সাধারণ পরিষদ থাকবে। ৬.১(ক) ও ৬.১(খ) এ বর্ণিত সংস্থাসমূহ নিয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত হবে। প্রত্যেক সংস্থা থেকে সর্বোচ্চ ২ জন সদস্য প্রেরণ করতে পারবে। তবে ভোটাধিকার থাকবে ১ টি।

৭.২ সাধারণ পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলীঃ-

৭.২(ক) কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত গঠনতন্ত্রের সংশোধনী বিবেচনা ও অনুমোদন।

৭.২(খ) সভাপতি ব্যতীত কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য পদের নির্বাচন।

৭.২(গ) সাধারণ সম্পাদকের বার্ষিক প্রতিবেদন বিবেচনা ও অনুমোদন।

৭.২(ঘ) অডিট রিপোর্টসহ বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব অনুমোদন।

৭.২(ঙ) অডিটর নিয়োগ ও সম্মানী নির্ধারণ।

৭.২(চ) ফেডারেশনের বার্ষিক বাজেট অনুমোদন।

৭.২(ছ) ফেডারেশনের প্রয়োজনে অন্য যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

৭.৩ কার্য নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে ফেডারেশনের সাধারণ সভা আনুষ্ঠিত হবে। সভার ১৫ (পনের) দিন পূর্বে সদস্যদের নিকট বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ করতে হবে।

৭.৪ সাধারণ সভা কমপক্ষে বৎসরে একবার অনুষ্ঠিত হবে। প্রয়োজনে বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করা যাবে।

৭.৬ সাধারণ সভা/বিশেষ সাধারণ সভা, কার্যনির্বাহী কমিটি সভা/উপ-কমিটির সভার মোট সদস্যদের এক পঞ্চমাংশ উপস্থিতি কোরাম হিসেবে বিবেচিত হবে। কোরামের অভাবে সভা মূলতবী হলে পরবর্তী সভায় কোন কোরামের প্রয়োজন হবে না।

৭.৭ সিদ্ধান্তসমূহ সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অনুমোদিত হবে।

৮.১ কার্য নির্বাহী কমিটি

ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটি নিম্নবর্ণিত ২৫ সদস্য বিশিষ্ট হবেঃ

সভাপতি	১ জন।
সহ-সভাপতি	৩ জন।
সাধারণ সম্পাদক	১ জন।
সহ-সাধারণ সম্পাদক	২ জন।
কোষাধ্যক্ষ	১ জন।
প্রচার সম্পাদক	১ জন।
দফতর সম্পাদক	১ জন।
সদস্য	১৫ জন।
সর্বমোট	২৫ জন।

৮.২: বিশেষ শর্তাবলী

৮.২(ক) জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আধ্যাদেশ এর ১০ প্যারা অনুযায়ী ফেডারেশনের সভাপতি সরাসরি সরকার কর্তৃক মনোনিত হবেন। অন্যান্য সদস্যবৃন্দ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হবেন।

৮.২(খ) সহ-সভাপতি, যুগ্ম-সম্পাদক ও সদস্যবৃন্দের জ্যেষ্ঠতা তাদের ভোট প্রাপ্তির ভিত্তিতে বিবেচিত হবে।

৮.২(গ) নির্বাচনের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে নব-নির্বাচিত কমিটির কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করতে হবে। অন্যথায় ১৬তম (ষোল) দিন হতে এ নব-নির্বাচিত কমিটি দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন বলে গণ্য হবেন।

৮.২(ঘ) নির্বাচনের পর কার্যনির্বাহী কমিটির কোন পদ শূন্য হলে কার্যনির্বাহী কমিটি অথবা সাধারণ পরিষদের সদস্যদের মধ্য হতে প্রয়োজনবোধে শূন্য পদ পুরণ করা যাবে।

৮.২(ঙ) নির্বাচিত নির্বাহী কমিটির কার্যকাল ০২ (দুই) বৎসর মেয়াদী হবে।

৯ নির্বাচন

৯.১ ফেডারেশনের নির্বাচনের জন্য একটি নির্বাচন কমিশন গঠিত হবে। ফেডারেশনের নির্বাহী কমিটি অথবা জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের মাধ্যমে এ নির্বাচন কমিশন গঠন করা হবে।

৯.২ নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক প্রণীত নির্বাচন বিধিমালা, ভোটার তালিকা অনুযায়ী ও কমিশন কর্তৃক ঘোষিত সিডিউল অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

৯.৩ সদস্যপদ বাতিল

ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটি অথবা সাধারণ পরিষদের কোন সদস্য তার গঠণতন্ত্র অথবা ফেডারেশনের শৃঙ্খলা বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হলে কার্যনির্বাহী কমিটি উক্ত সদস্য/সদস্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগনামা প্রণয়ন করতঃ তদন্ত কমিটি গঠন করবেন। তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হলে সাধারণ পরিষদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতিক্রমে কার্যনির্বাহী কমিটি এবং অথবা সাধারণ পরিষদ হতে উক্ত সদস্যকে অপসারণ করতে পারবে।

৯.৪ ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী পরিষদের যে কোন সদস্য সভাপতির বিনা অনুমতিতে উপর্যুপরি ০৩ টি সভায় অনুপস্থিত থাকলে তার সদস্যপদ বাতিল হবে।

৯.৫ সভা আহ্বান

সাধারণ সম্পাদক সভাপতির সাথে আলোচনাক্রমে সাধারণত ৭ (সাত) দিনের লিখিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা আহ্বান করবেন। তবে জরুরী পরিস্থিতিতে সভাপতির নির্দেশে ২৪ ঘন্টার নোটিশে সাধারণ সম্পাদক জরুরী সভা আহ্বান করতে পারবেন।

৯.৬ ১লা জুলাই হতে ৩০ শে জুন একটি একটি কার্য বৎসর হিসাবে বিবেচিত হবে। কমিটি বছরে কমপক্ষে ৬ টি কার্যনির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে।

১০। কার্য নির্বাহী পরিষদের সদস্যদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী

১০.২ তিনি কার্যনির্বাহী পরিষদের সকল সভা, জরুরী সভা ও বিশেষ সভায় সভাপতিত্ব করবেন এবং কোন সিদ্ধান্ত প্রস্তাবে উভয় পক্ষে ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তসূচক (কাস্টিং) ভোট প্রদানের ক্ষমতার অধিকারী হবেন।

১০.৩ সাধারণ সম্পাদক নির্বাহী পরিষদের সাধারণ সভা, জরুরী সভা ও বিশেষ সভা , অন্যান্য সভা আহ্বানে ব্যর্থ হলে তিনি উক্ত সভা আহ্বান করতে পারবেন।

১০.৪ তিনি সরকারী পর্যায়ে এবং ওয়ার্ল্ড ব্রীজ ফেডারেশন এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সভাপতির সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগক্রমে অত্র ফেডারেশনের অবস্থান ও ভাবমূর্তি উন্নত করার লক্ষে সামগ্রিক প্রচেষ্টা চালাবেন।

সহ-সভাপতি

১০.৫ সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি সভাপতির দায়-দায়িত্ব পালন করবেন জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে।

১০.৬ কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দ্বায়িত্ব পালন করবেন।

সাধারণ সম্পাদক

১০.৭ তিনি ফেডারেশনের নির্বাহী ও প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

১০.৮ তিনি সভাপতির পরামর্শক্রমে কার্যনির্বাহী কমিটির সকল সভার নোটিশ ও আলোচ্যসূচী প্রণয়ণ করবেন।

১০.৯ সাধারণ সম্পাদক কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্ত দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

১০.১০ তিনি কার্যনির্বাহী ও সাধারণ পরিষদের সভায় সার্বিক আলোচনায় গৃহীত সিদ্ধান্তবলী নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ করবেন।

১০.১১ তিনি ফেডারেশনের বার্ষিক কর্মপন্থা প্রস্তুত ও অনুমোদনের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদে দাখিল করবেন।

১০.১২ তিনি কোষাধ্যক্ষের সাথে যৌথভাবে ফেডারেশনের বার্ষিক কর্মকান্ডের উপর ভিত্তি করে আয়-ব্যয়ের খসড়া বাজেট প্রস্তুত করত: অনুমোদনের জন্য নির্বাহী পরিষদে পেশ করবেন।

১০.১৩ তিনি ফেডারেশন কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কাজে দৈনন্দিন খরচাদি নিজে বা মনোনিত কোন কমিটির মাধ্যমে করতে পারবেন।

১০.১৪ তিনি ফেডারেশনের জরুরী কার্যাদি সম্পাদন ও দৈনন্দিন খরচাদির জন্য পাঁচ হাজার টাকার একটি অগ্রীম তহবিল (ইম্প্রেস ফান্ড) রাখতে পারবেন।

১০.১৫ তিনি ওয়ার্ল্ড ব্রীজ ফেডারেশনে, আঞ্চলিক ও সার্ক ব্রীজ ফেডারেশনসহ তদীয় সংস্থার ব্রীজ সংক্রান্ত সকল বিষয়ে যোগাযোগ রক্ষা করে ব্রীজের মান উন্নয়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবেন।

১০.১৬ তিনি কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দেশে ও বিদেশে ব্রীজের সঠিক মানোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও কার্যক্রম গ্রহণ ও যোগাযোগ করবেন।

যুগ্ম-সম্পাদক

১০.১৭ সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে যুগ্ম-সম্পপাদক (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে) সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন।

১০.১৮ কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।

কোষাধ্যক্ষ

১০.১৯ কোষাধ্যক্ষ ফেডারেশনের আয়-ব্যয়ের যাবতীয় হিসাব সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করবেন।

১০.২০ তিনি ফেডারেশনের বাৎসরিক খরচাদি সময়মত কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদননের জন্য সভায় পেশ করবেন এবং কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদিত হিসাব প্রতিবেদন নিরীক্ষক কর্তৃক নিরীক্ষা করত: সাধারণ সম্পাদকের মাধ্যমে সাধারণ পরিষদের সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবেন।

প্রচার সম্পাদক

১০.২১ ফেডারেশনের কর্মকান্ড ও অনুষ্ঠানাদি পত্র পত্রিকায়, রেডিও, টেলিভিশন ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে প্রচার/প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন এবং ব্রীজ জনপ্রিয় করার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

দপ্তর সম্পাদক

১০.২২ ফেডারেশনের নথি পত্রাদি, বিভিন্ন সরঞ্জাম ইত্যাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষনের ব্যাবস্থা গ্রহণ করবেন।

নির্বাহী সদস্য

১০.২৩ নির্বাহী কমিটির সভায় উপস্থিত আলোচ্য বিষয়ে নিজেদের সুচিন্তিত মতামত বা পরামর্শ প্রদান করবেন।

১০.২৪ নির্বাহী কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্বসমূহ যথাযথভাবে পালনের জন্য সচেষ্ট থাকবেন।

১১.০০ উপ-কমিটি

কার্যনির্বাহী কমিটি ফেডারেশনের কর্মসূচী খেলা ও অনুষ্ঠানাদি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপ-কমিটি গঠন ও তাদের কার্য পরিধি নির্ধারণ করবেন।

১২.০০ তহবিল

ফেডারেশনের সকল তহবিল ঢাকায় অবস্থিত বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত কোন তফসিলী ব্যাংকে সংরক্ষিত থাকবে। সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ যুগ্মভাবে উক্ত হিসাব পরিচালনা করবেন। ফেডারেশনের টাকা উত্তোলনে কোষাধ্যাক্ষের স্বাক্ষর বাধ্যতামূলক থাকবে তবে কোষাধ্যক্ষের অনুপস্থিতিতে সভাপতি প্রয়োজনে চেকে স্বাক্ষর করতে পারবেন। সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতেও সভাপতি চেকে স্বাক্ষর করতে পারবেন।

১৩.০০ অর্থ বৎসর

প্রত্যেক বৎসরের ১লা জুলাই হতে ৩০ শে জুন পর্যন্ত সময়কাল ফেডারেশনের অর্থ বৎসর হিসেবে প্রতিপালিত হবে।

১৪.০০ পরিদর্শন ও হিসাব নিরীক্ষা

ফেডারেশনের হিসাব নিরীক্ষা নিম্নবর্ণিত উপায়ে সম্পাদিত হবে

১৪.১ ফেডারেশনের অর্থ বৎসর শেষ হবার ৩০ দিনের মধ্যে আয়-ব্যয়ের বার্ষিক হিসাব নিরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এ হিসাব ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর নিরীক্ষার জন্য উপস্থাপন করতে হবে। কোষাধ্যক্ষ ও সাধারণ সম্পাদক যৌথভাবে এ দায়িত্ব পালন করবেন।

১৪.২ কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হিসাব এবং হিসাব নিরীক্ষা প্রতিবেদন পরবর্তী সাধারণ সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করতে হবে।

১৫.০০: খেলোয়ার কল্যাণ তহবিল

দু:স্থ/নি:স্ব ব্রীজ খেলোয়ার/সংগঠকদের জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে বা অন্য কোন উপায়ে আইনানুগ পন্থায় খেলোয়াড় কল্যাণ তহবিল গঠন করা যাবে।

১৬.০০ খেলোয়াড় নিবন্ধীকরণ

১৬.১ প্রত্যেক খেলোয়াড়কে ফেডারেশন কর্তৃক প্রণীত বিধি/উপবিধি অনুযায়ী এবং কার্যনির্বাহী কমিটি নির্ধারিত ফি সহ নিবন্ধনকৃত হতে হবে এবং এ নিবন্ধন নবায়নযোগ্য।

১৬.২ প্রত্যেক সদস্য/সংস্থা/ক্লাবভুক্ত খেলোয়াড়কে নম্বরসহ একটি নিবন্ধন কার্ড বরাদ্দ করার ব্যবস্থা থাকবে।

১৭.০০ বিধি ও উপবিধি

১৭.১ গঠনতন্ত্রের বিধানাবলীর যথাযথ ও কার্যকর প্রয়োগের জন্য ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী পরিষদ প্রয়োজনানুসারে বিধি/উপবিধি প্রণয়ন/বাতিল, সংযোজন/বিয়োজন করতে পারবে।

১৭.২ গঠনতন্ত্র সংশোধন, সংযোজন বাতিলের জন্য সাধারণ পরিষদের উপস্থিত সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশ ভোটের প্রয়োজন হবে।

১৭.৩ যে কোন সংশোধনী প্রস্তাব সভার ১৫ (পনের) দিন পূর্বে সকল সদস্যের কাছে প্রেরণ করতে হবে।

১৮.০০ গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা

গঠনতন্ত্রে লিপিবদ্ধ হয়নি এমন বিষয়ে অথবা গঠনতন্ত্রের প্যারা/উপধারা সম্পর্কে ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে এবং সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য তা গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে।

চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত: ০৮/০১/২০০৩